দৈনিক ইনকিলাব
03 NOV 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে

পাঠ্যসূচীতে পরিবেশ

বিক্ষিপ্তভাবে পত্র-পত্রিকা পড়ে সার্বিক পরিবেশ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় না। স্থানীয়, আঞ্চলিক, গোটা দেশভিত্তিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা অর্জন শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাস্তরের সিলেবাসে এ অবধি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আজকে পরিবেশ সম্পর্কে প্রচার মাধ্যমগুলো নিয়মিত বিভিন্ন বক্তব্য প্রচার করছে, যেহেতু পরিবেশকে সঠিক নিয়ন্ত্রণে রেখেই কেবল দেশোন্নয়ন সম্ভব। পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন করতে হলে প্রত্যক্ষভাবে উক্ত পরিবেশে মিশতে হবে এবং পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তবেই কেবল সেই পরিবেশ সম্পর্কে অধিক ধারণা গড়ে উঠতে পারে। এবং পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেই কেবল মানবকল্যাণধর্মী পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রধানতঃ তিন পর্যায়ে ১৬ বছরব্যাপী ; এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ৫ বছর, মাধ্যমিক শিক্ষা ৫ বছর এবং উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ৬ বছর। এই ১৬ বছরের একাডেমী তথা ডিগ্রী অর্জনের শিক্ষায় শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন স্তরের নির্ধারিত সিলেবাসের অন্তর্গত বিষয়াদি নিয়ে পড়াশুনা করে থাকে। শিক্ষার্থী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে—পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রী অর্জন করে সেই প্রতিষ্ঠানের চারদিকের বাস্তব ভূ-প্রাকৃতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞাত হয় না। অনেকে এ ব্যাপারে সচেতন হলেও তা পাঠ্যবইয়ের বাইরে অধ্যয়ন অনুসন্ধানী মনের তাগিদেই জেনে থাকে। শিক্ষার শর্ত যদি কেবল ডিগ্রী অর্জন না হয়ে জ্ঞানার্জনের শর্তও হয়ে থাকে তাহলে বর্তমানে শিক্ষা জীবনের সর্বস্তরে সিলেবাসে স্থানীয়-দেশজ পরিবেশ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ৫ম—১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট নম্বরের একটি পরিবেশ সম্পর্কে রচনা লিখতে হবে। রচনার বিষয় হবে শিক্ষার্থী যে গ্রামের বাসিন্দা সেই গ্রামের সার্বিক অবস্থার উপর। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে তাঁর বসতির উপজেলার সমস্যা ও সমাধানের উপর নির্ধারিত নম্বরের রচনা এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে দেশজ এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করে সার্বিক দেশোন্নয়নের প্রেক্ষিতে নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করতে হবে। এ ধরনের পদক্ষেপ নিলে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই, পত্র-পত্রিকার পাশাপাশি অনুসন্ধান-জরিপের মাধ্যমে স্থানীয়-আঞ্চলিক বাস্তব পরিবেশগত তথ্যাদি অবগত হবে। এবং ডিগ্রী অর্জনের পাশাপাশি স্থানীয়-দেশজ সার্বিক পরিস্থিতির উপর তার ধারণা গড়ে উঠলে শুধুই ডিগ্রী সর্বস্ব হবে না জীবনটা।

—শফিউল ইসলাম

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাইমারী শিক্ষা জনশিক্ষার প্রাথমিক পদক্ষেপ। স্বাধীনতার পর সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং এর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে দেশের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারের আওতায় আনেন। দেশব্যাপী অবৈতনিক শিক্ষায় দেশের নিরক্ষরতা অনেকাংশে দূর হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশের শতকরা ৭০ জন লোক এখনও নিরক্ষর।

একটি স্বাধীন জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক নিরক্ষর থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতিই উন্নতি লাভ করতে পারে না। ব্যক্তিগত উন্নতি, সামাজিক উন্নতি, যে কোন উন্নতির জন্যই চাই উপযুক্ত শিক্ষা। মোটকথা, বর্তমান সভ্য জগতে শিক্ষা ব্যতীত সব কিছুই অচল। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে যে, "যদি কোন জাতিকে ধ্বংস করতে চাও তবে সেই জাতির শিক্ষাকে ধ্বংস করে দাও"। মেরুদণ্ডহীন মানুষ যেমন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শিক্ষাহীন জাতিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে বাধ্য। প্রতিটি সভ্য দেশ ধাপে ধাপে উন্নতির শিখরে আরোহণ করছে ; আর আমরা উন্নতির কোন পথই খুঁজে পাচ্ছি না শুধু এই শিক্ষার অভাবে।

আমাদের দেশের জনগণের নিরক্ষরতা দারুণ লজ্জাজনক ব্যাপার। অন্ধ এবং নিরক্ষর ব্যক্তির মধ্যে তফাৎ খুব একটা নেই। কিন্তু একথা জেনেও অনেকেই শিক্ষা লাভের ব্যাপারে কেমন যেন উদাসীন। আমাদের দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই নিরক্ষর। তাই এমতাবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা একান্ত আবশ্যক।

ফ্রান্সে ৬ হতে ১৩ বছর বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক। ডেনমার্কে ৭ হতে ১৪ বছর পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক। আমাদের দেশেও এরকম একটা কিছু হওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে, শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি সম্ভব নয়।

—মোহাম্মদ আযম সাদিক